

1. ইতিহাস কাকে বলে? ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর।

ইতিহাস হলো মানব সমাজের জীবনযাত্রার সামগ্রিক কাহিনি। এটি শুধু রাজা, মহারাজা, বা বাদশাহদের কাহিনি নয়, বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সভ্যতার পথে অগ্রগতির কাহিনিকেই বোঝায়। যুগ যুগ ধরে যে অগ্রগতি বিভিন্ন ধারায়, বিচিত্র পথে নব নব সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে অগ্রসর হয়ে আসছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে আসছে। মানুষই হচ্ছে ইতিহাস রচনার মূল ভিত্তি। মানব সভ্যতা কি ভাবে আজকের স্তরে এসে পৌঁছেছে, ইতিহাসের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। R. C. Majumdar and A. D. Pusalker মতে, **“History has been defined as the study of man's dealings with other man, and the adjustment of working relations between human groups.”- Vedic Age.**

কিন্তু বিশ্বের সমস্ত মানবজাতি একই পরিবেশের মধ্যে বাস করে না। মানুষের পরিবেশের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে তার ভৌগোলিক পরিবেশ। ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ু এক নয়; সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীগুলির ভৌগোলিক পরিবেশও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির জীবনযাত্রার ধারাও হয়েছে বিভিন্ন, তার ইতিহাসের গতিপথও হয়েছে স্বতন্ত্র।

সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠের বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিকে তার জীবনযাত্রার পথে পৃথক পৃথক পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই Sinha and Banerjee বলেছেন, **“Geography and chronology are the Sun and the Moon, the right eye and the left eye of all history.”**

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর পরিবেশের প্রভাব:

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর পরিবেশের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। হিমালয় পর্বতমালা, গঙ্গা নদী, উপকূলীয় অঞ্চল, মালভূমি এবং মরুভূমি সহ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য দেশটির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভূ-প্রকৃতির বিচারে ভারতকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- (১) পর্বতশ্রেণী হিমাচল অঞ্চল,
- (২) সিন্ধু- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত উত্তর ভারতের সমতল ভূমি,
- (৩) মধ্য-ভারতের মালভূমি,
- (৪) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও
- (৫) সমুদ্রোত্তলবর্তী সংকীর্ণ সমভূমি। এ ছাড়াও ভারতবর্ষ নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই প্রাকৃতিক বাধাটি ভারতকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে এবং দেশটির নিজস্ব অনন্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশকে অনুমতি দিয়েছে।

গঙ্গা নদী ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী। এটি দেশটির উত্তরাঞ্চলের সমভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং এটি ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। গঙ্গা নদীর জল সেচ, যোগাযোগ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভারতের উপকূলীয় অঞ্চল দেশটির অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলটিতে বহু বন্দর অবস্থিত, যা ভারতকে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য করতে সহায়তা করে। উপকূলীয় অঞ্চলটিতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদও রয়েছে, যেমন খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস।

মালভূমি ভারতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। এই মালভূমিগুলি দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগকে কঠিন করে তোলে, যা ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক বিভাজনে অবদান রেখেছে।

মরুভূমি ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এই মরুভূমিগুলি জনবসতিহীন এবং ভারতের অর্থনীতিতে খুব বেশি ভূমিকা পালন করে না। তবে, মরুভূমিগুলি ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কারণ এগুলি বহিরাগত আক্রমণকারীদের জন্য একটি প্রাকৃতিক বাধা প্রদান করেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব নিম্নলিখিত উপায়ে লক্ষ্য করা যায়:

- **রাজনৈতিক বিবর্তন:** হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে এবং দেশটির নিজস্ব অনন্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছে। গঙ্গা নদীর জল সেচ, যোগাযোগ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যা ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **সামাজিক বিবর্তন:** গঙ্গা নদীর অববাহিকা ভারতের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রচুর উর্বর জমি রয়েছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করেছে। হিমালয় পর্বতমালা এবং মালভূমিগুলি জনবসতিহীন, যা ভারতের সামাজিক বিবর্তনে একটি প্রভাব ফেলেছে।
- **সাংস্কৃতিক বিবর্তন:** হিমালয় পর্বতমালা এবং গঙ্গা নদীর অববাহিকা ভারতের দুটি প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামগ্রিকভাবে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। পরিবেশগত কারণগুলি ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে।